ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বার প্রভাষক পর্ব

প্যাথলজিতে এম ফিল পাস করে এসে ২৭ শে মার্চ ১৯৯৬ তারিখে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে প্যাথলজি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করলাম। এবার অধ্যক্ষ হিসাবে পেলাম ফার্মাকোলজির প্রফেসর নুরুল ইসলাম স্যারকে। প্যাথলজি বিভাগের প্রধান হিসাবে ছিলেন অধ্যাপক শাহ মুনির হোসেন। মীর্জা হামিদুল হক স্যার প্যাথলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। আমিনুল হক স্যার সহকারী অধ্যাপক। নাসিমা তোফাজ্জল সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ছিলেন কিন্তু ডেপুটেশনে ইউকেতে অবস্থান করছিলেন। পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী থাকলেই কারেন্ট চার্জ অথবা পিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে রেগুলার সহকারী অধ্যাপক হওয়া যেত। পিএসসি-র পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল কচ্ছপ গতির। তাই অনেই দরখাস্ত করে কারেন্ট চার্জে সহকারী অধ্যাপকের পোষ্ট নিয়ে নিত। তবে পোস্ট খালি থাকা শর্ত ছিল। ময়মনসিংহে পোস্ট খালি না থাকাতে আমি দরখাস্ত করতে পারলাম না।

এদিকে এম ফিল-এ আমার ব্যাচম্যাট নবকুমার ও হারুনুর খান রশিদ শিল্পী দরখাস্ত করায় নবকুমারকে সিলেট আর হারুনকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে কারেন্ট চার্জে সহকারী অধ্যাপক করে পাঠিয়ে দেয়া হল। এই ভয়ে আমি দরখাস্ত করার চিন্তাও বাদ দিলাম। আমি করলে হয়ত আমাকেও দিনাজপুর পাঠিয়ে দেয়া হত। ময়মনসিংহ আছি ভাল আছি। সেই থেকে এখন পর্যন্ত নবকুমার সিলেটেই আছে। নবকুমার এখন প্রফেসর নবকুমার সাহা। হারুন ১৯৯৮ এর ডিসেম্বরে বদলী হয়ে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে এসে পরে। এখন পর্যন্ত সে ওখানেই আছে। সে এখন প্রফেসর হারুনুর রশিদ খান।

ময়মনসিংহে যোগদান করে ফ্যামিলি টাংগাইল থেকে ময়মনসিংহ শহরে শিফট করলাম। মেয়েদেরকে বিদ্যাময়ী স্কুলে ভর্তি করে দিলাম। এম ফিল পড়ার আগে যে বাসায় ভাড়া থাকতাম সেই বাসায়ই উঠলাম। যে ল্যাবরেটরিতে প্রাক্টিস করতাম সেই ল্যাবেই প্রাক্টিস করা শুরু করলাম। সহকারী অধ্যাপক আমিনুল হক স্যার বললেন "আসুন আমরা যৌথভাবে প্রাক্টিস করি।"
-আমি একা স্বাধীন ভাবে নিজের মত করে নিজের নামে ল্যাবরেটরি দিয়ে প্রাক্টিস করতে চাই।
-আপনি তো এখন একটা ল্যাবে কাজ করছেন। আমি এক মাস পর এক বছরের জন্য থাইল্যান্ড যাব হিস্টোপ্যাথলজীতে উচ্চতর ট্রেইনিং-এর জন্য। এই সময় আপনি আমার ল্যাবে কাজ করেন। এই সময়ের মধ্যে আপনারটা প্রতিসঠা করে ফেলবেন। আমি ফিরে আসার সাথে সাথে আপনারটা চালু করবেন। এই এক বছরে আপনার ল্যাব ব্যাবস্থাপনার অভিজ্ঞতাও হবে।

আমিনুল স্যারের কথা মত আমি তাই করেছি। হক প্যাথলজিতে এক বছর কাজ করে ১৯৯৭ সনে আমি তালুকদার প্যাথলজি প্রতিসঠা করে স্বাধীন ভাবে হিস্টোপ্যাথলজি, সাইটোপ্যাথলজি ও ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি প্রাক্টিস করা শুরু করলাম। পদবী আমার প্রভাষক হলেও সার্জারি, মেডিসিন, ইএনটি ও গাইনি বিভাগের প্রফেসরগন আমার ল্যাবে পরীক্ষা করতে পাঠাতেন। আমি সেমিনারে প্রেজেন্ট করতাম আধুনিক বিজ্ঞানের আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতিগুলি। এফএনএসি, পেপস স্মিয়ার টেস্ট ইত্যাদি বিসয়ে আমি প্রথম সেমিনারে প্রেজেন্ট করি। ডিপার্টমেন্ট ও প্রাইভেট ল্যাবে এই সব পরীক্ষার প্রচলন ও প্রসার হতে থাকে। আমি ইন্টারনেট দেখে আমেরিকা থেকে মাইক্রোস্কোপ আইপিস ক্যামেরা এনে আমার হিস্টো সাইটো রিপোর্টে কালার মাইক্রোগ্রাফ ছবি দেই। অনেকেই এপ্রিসিয়েট করেন।

ঘন ঘন সেমিনার করি। ঢাকায় গিয়ে বিভিন্ন হিস্টোপ্যাথলজি ও সাইটোপ্যাথলজি প্রগ্রামে অংশ গ্রহন করে ট্রেইনিং নেই। বি এম আর সি তে রিসার্চ মেথডলজিতে ট্রেইনিং নেই। সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন থেকে কয়েকবার টিচিং মেথডলজিতে ট্রেইনিং নেই। কম্পিউটার ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট থেকে কম্পিউটার ব্যাবহারের ট্রেইনিং নেই। এই ভাবে চিকিৎসা শিক্ষা বিসয়ের বিভিন্ন ব্রাঞ্চে আমি আমার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে থাকি।

বেশ কয়েকটি আর্টিকেল লিখি যেগুলি ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নাল ও বাংলাদেশ জার্নাল অব প্যাথলজিতে পাবলিশ হয়। একাজে মীর্জা হামিদুল হক স্যার আমাকে হেল্প করেন। ডিপার্টমেন্ট-এ স্পেসিমেন নিয়ে গবেষণা করে বি এম ডি সি থেকে গ্রান্ট পেয়েছিলাম।

যেহেতু লেকচারার পোস্টে ছিলাম সেহেতু আমাকে টিউটোরিয়াল ও প্রাক্টিক্যাল ক্লাস নিতে হত। এম ফিল করার আগে এম-২৪ ও ২৫ ব্যাচের ক্লাস নিয়েছি। পাস করার পরে এসে ২৮ নাম্বার ব্যাচ পেয়েছি। ২০০৮ সনে যখন বদলী হয়ে দিনাজপুর যাই তখন শেষ ব্যাচ হিসাবে ৪২ নাম্বারের ক্লাস নিয়েছি। ৪৪ নাম্বার ব্যাচের অরিয়েন্টেশন ক্লাস নিয়ে দিনাজপুর গিয়ে দিনাজপুরের ১৭ নাম্বার ব্যাচ এর অরিয়েন্টেশন ক্লাস নেই। অর্থাৎ এম ২৪, ২৫ এবং ২৮ থেকে ৪২ পর্যন্ত আমি ক্লাস নিয়েছি। লেকচারার পদে থেকে আমি লেকচার ক্লাস নিতে পারতাম না। আমাকে প্রফেসনাল পরীক্ষায় ভাইভা নিতে নিয়োগ করা হত না।

একবার কোন কারনে এক্সটারনাল এক্সামিনার আসেন নি। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আব্দুল হক স্যারকে রিকুয়েস্ট করা হল পরীক্ষা নেয়ার জন্য। তিনি ছিলেন নিতীর লোক। তিনি বললেন যে অর্ডার ছাড়া তিনি পরীক্ষা নিবেন না। প্রিন্সিপাল স্যার জরুরী ভাবে আমাকে দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে নিলেন। অর্ডার পেয়ে পরেরদিন আব্দুল হক স্যার এসে পরীক্ষা নিলেন এবং পরবর্তী ৭ দিনের পরীক্ষাগুলিও নিলেন। প্রায় এক বছর পর বিকেলে বিশ্রাম নিচ্ছি এমন সময়

আমার বাসায় দরজায় কলিং বেল বাজল। দরজা খুলে দেখি আব্দুল হক স্যারের ল্যাব টেক্নিশিয়ান। তিনি ৮২.৩০ টাকা আমার হাতে দিয়ে বলললেন "হক স্যার পাঠিয়েছেন।"
-কিসের টাকা?
-এই নিন হিসাব।
স্যার লিখেছেন "আপনি প্রথম একদিন পরীক্ষা নিয়েছিলে। আমি পরীক্ষা নিয়েছি ৭ দিন। কিন্তু তারা বিল দিয়েছে ৮ দিনের। কাজেই এক দিনের টাকা আপনি পাবেন। অনুগ্রহ পুর্বক ৮২ টাকা ত্রিশ পয়সা গ্রহণ করে সই করুন।

আমি টেক্নিশিয়ানকে বললাম "কাগজে সই করে দিলাম। টাকা লাগবে না। "
-টাকা আপনাকে রাখতেই হবে। স্যার এই টাকা ফেরত নিবেন না।
-আপনিই নিয়ে নিন।
-অসম্ভব স্যার।
-ঠিক আছে দিন।

আমি নিয়ে দুই টাকা ত্রিশ পয়সা তাকে দিবার চেস্টা করলাম। তিনি কিছুতেই নিলেন না। তিনি বললেন "ফিরে গেলে স্যার প্রশ্ন করবেন আমি কোন বকশিশ নিয়েছি কিনা। "

যেমন স্যার তেমন স্যারের টেক্নিশিয়ান।

পরপর কয়েকটি আর্টিকেল পাবলিশ হবার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নালের এডিটরিয়াল বোর্ডের মেম্বার করে নিলেন। জার্নালের চিফ এডিটর ছিলেন শাহ আব্দুল লতিফ স্যার। স্যারকে সহযোগীতা করে জার্নালটি ২০০০ সনে পাবমেডে ইন্ডেক্স করালাম। কম্পিউটার এডুকেশন প্রগ্রামের কোঅর্ডিনেটর হয়ে ১২০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষন ইন্সটিটিউট থেকে ট্রেইনিং করিয়ে আনলাম।

ডিসেম্বর ১৯৯৭ সনে আমি বদলির অর্ডার পাই। কারেন্ট চার্জে সহকারী অধ্যাপক করে আমাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে বদলী করা হয়েছে। ওখান থেকে সহকারী অধ্যাপক হারুন সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চলে গেছে। দিনাজপুর খালি হয়ে যাওয়াতে সেই খুব সম্ভব আমাকে দিয়ে রিপ্লেস করায়েছে। মাথায় আকাশ ভেংগে পরল। মাত্র ল্যাব প্রতিসঠা করলাম। এটার কি হবে?ফ্যামিলি নিয়ে কি দিনাজপুর থাকতে পারব?আমি কি বদলী ঠেকাতে পারব? প্রায় তিন বছর হল এম ফিল পাস করেছি। লেকচারার হয়ে আছি। এবার সুযোগ এসেছে সহকারী অধ্যাপক লিখার। চলেই যাই, যা আছে কপালে। রিলিজ নেয়ার প্রকৃয়া শুরু করলাম। প্রথমে না দাবী ফর্মে প্রায় ১৮ ডিপার্টমেন্ট /প্লেস থেকে সই নিলাম দুইদিন ঘুরে। শেসে নিজের ডিপার্টমেন্ট-এর প্রধান

মীর্জা হামিদুল হক স্যারের সই নেয়ার জন্য তার হাতে নাদাবী ফর্মটি দিলাম। স্যার নিজ চেয়ারের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন। কাগজটি হাতে নিয়ে বললেন
-এটা কি?
-স্যার, নো ডিমান্ড ফর্ম।
-এটা কেন?
-আমি রিলিজ নিব।
-আপনাকে রিলিজ নিতে কে বলেছে?
-বদলীর অর্ডার হয়েছে। রিলিজ নিতে হবে না?
-স্ট্যান্ড রিলিজ অর্ডারে লিখা আছে?
-না, স্যার।
-তাইলে এত তাড়াহুড়া করার কি আছে।

এই বলে স্যার ১৭ জনের সই করা নাদাবী ফর্মটি লম্বালম্বি ভাবে ছিড়ে ফেলে আমার দিকে ছুড়ে ফেলে রাগের সাথে বললেন "যান, বদলী ঠেকান গে।"
-আমি কিভাবে বদলী ঠেকাব?আপনি কি কিছু করবেন?
-আমি কিছু করতে পারব না। নিজের ক্যাপাসিটি দিয়ে তদবির করেন।

ঘন ঘন ঢাকায় যাওয়া সময় ও অর্থের অপচয়। ল্যাবের ইনকামও কম হয়। যাহোক চেষ্টা তদবির করে ২৩শে মে আগের অর্ডার মডিফাই হয়ে আমাকে সহকারী অধ্যাপক (সিসি), প্যাথলজি বিভাগ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজেই পদায়ন করা হলো। আমি খুশী, আমার ফ্যামিলি ও আত্বীয়সজন খুশী, সখিপুরের জনগন খুশী, ল্যাবের স্টাফরা খুশী, রুগীরা খুশী, মীর্জা স্যারসহ সকল শিক্ষক ও কর্মচারীরাও খুশী।
২৮ শে মে ১৯৯৮ সনে আমি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করলাম। অন্য রকম ফিলিংস আসলো। সেই থেকে এই পর্যন্ত প্রায় বিশটি বছর আমি আমার পদবী সহকারী অধ্যাপক লিখে যাচ্ছি। ইহা আমার ব্যার্থতা। অবস্য ২০১১ সনে সহকারী অধ্যাপক পদটি রেগুলার হয়েছে।
=====
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
১৫/৮/২০১৭